Kolkata International Film Festival
(Accredited by FIAPF)
8-15 January 2021

ফেস্টিভ্যাল ডায়েরি

বর্ষ ২৬ । সংখ্যা ৩।। ১০ জানুয়ারি ২০২১

আড্ডায় আলোচনায় প্রদর্শনীতে জমজমাট উৎসবের দ্বিতীয় দিন

সমাজ বলতে আমরা কী বিবেচনা করব !

সত্যজিৎ রায়-এর শতবর্ষ সূচনার লগ্নে, ২৬তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবছর সত্যজিৎ রায় স্মারক বক্তৃতা দিলেন চিত্রপরিচালক অনুভব সিনহা। গোড়াতেই অনুভব বললেন, আমাকে কলকাতায় বক্তৃতা দিতে হবে ভেবে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছি। অনেক ভেবেচিন্তে মূলধারার ভারতীয় ছবিতে সমাজ- বাস্তবতা বিষয়টি নির্বাচন করেছি। অনুভব সিনহার প্রশ্ন , সমাজ বলতে আদতে আমরা কী বিবেচনা করব ? মুম্বাই শহরে ভিন্ন ভাষার প্রতিবেশী, ভিন্ন ধর্মের প্রতিবেশী , তারা যখন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন সেখানে আফ্রিকা-দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে পড়ুয়ারাও তাঁর প্রতিবেশী। একইভাবে তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে সমাজ-বাস্তবতা বিষয়ে যে কোনো বৌদ্ধিক চর্চায় দায়বদ্ধতার কথাটা আসবেই। আসছে মূলধারার ছবির প্রসঙ্গ। যেহেতু বাংলা, মালায়ালাম, তামিল, তেলেগু, প্রভৃতি ছবিকে আঞ্চলিক আখ্যা দেওয়া হয় তাই মুম্বাইয়ের হিন্দী ছবি মূলধারা হিসেবে আজও প্রতিষ্ঠিত। আসলে এই রিজিওনাল আছে বলেই বহুত্ববাদী নানা স্বর আজও সামাজিক পরিসরে প্রবলভাবে উপস্থিত। আবার এই ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে বিভিন্ন স্থানিক পরিসর বা লোকাল স্পেস নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল বলেই গ্লোবাল বা বিশ্বজনীনের ধারণাটি এত আকর্ষণীয়। এইভাবেই একটির সঙ্গে অপরটি অবিচ্ছেদ্য বলেই এখনো বোধহয় সমাজ বললে একটা ধারণা আমরা পেয়ে যাই। সন্ধ্যায় সাংবাদিক আসরে অনুভব সিনহা ব্যাখ্যা করলেন প্রয়াত ঋষি কাপুরের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতার কথা। দেশে চলতি কৃষক আন্দোলনের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য 'আই ফিল টেরিবল !' নতুন ছবি সম্পর্কে তিনি ছিলেন নীরব।

আজ বিকেলে নন্দন-রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণের একতারা মঞ্চে সৌমিত্র স্মরণে একটি আলোচনাসভার আয়োজন হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন পৌলমী চট্টোপাধ্যায়, সৌগত চট্টোপাধ্যায়, হরনাথ চক্রবর্তী, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, সুদীপ্তা চক্রবর্তী ও সোহিনী সেনগুপ্ত, শঙ্কর চক্রবর্তী। আলোচনাসভাটি সুতোয় গাঁথলেন চিত্রপরিচালক সুমন ঘোষ। কবিতা পাঠের মাধ্যমে বাবাকে স্মরণ করলেন সৌগত চট্টোপাধ্যায়। স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে পৌলমী চট্টোপাধ্যায় বললেন, এক ভয়ঙ্কর শূন্যতা গ্রাস করেছে আমাকে। বাপি আমার সহযোদ্ধা ও সহকর্মী ছিলেন।

উৎসবের দ্বিতীয় দিনটি ছিল প্রকৃত পক্ষে প্রদর্শনী উদ্বোধনের দিন। প্রথমটি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কর্মজীবন নিয়ে। নন্দন চত্বরে উদ্বোধন করলেন পরিচালক গৌতম ঘোষ। সঙ্গে ছিলেন সৌমিত্র পুত্র-কন্যা সৌগত ও পৌলমী চট্টোপাধ্যায়। ছিলেন চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্ন, হরনাথ চক্রবর্তী, অরিন্দম শীল এবং মুম্বাইয়ের পরিচালক অনুভব সিনহা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রদর্শনীটি হয় গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শশালায়। রবিশংকর, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের শতবর্ষ উপলক্ষে তাঁদের জীবন ও কর্ম নিয়ে এই প্রদর্শনী। উদ্বোধন করেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। একই সঙ্গে দোতলায় ফেদরিকো ফেলিনি ও এরিক রোহমারের জন্ম শতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে পোস্টার ও ফটোগ্রাফ দিয়ে সাজানো প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন ইতালির কনসাল জেনারেল গিয়ানলুকা রুবা গত্তি। প্রতিটি প্রদর্শনী যথাযথ তথ্য সমৃদ্ধ। স্বাভাবিক ভাবেই দর্শকের মন এবং চোখ কাড়ে।

প্রতিবেদক - সুদেব সিংহ, মাল্যবান আস, দোলা চৌধুরী

তাপস দুর্দান্ত অভিনেতা

তাপস পালের প্রথম ছবি দাদার কীর্তি দেখে তো আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। কী স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয়। একটি সহজ-সরল ছেলেকে কেমন অনায়াসে তুলে এনেছিল পর্দায়। অবশ্য পরিচালক তরুণ মজুমদারের কৃতিত্ব কম ছিল না। পরেই দেখলাম বিজয় বসুর সাহেব। বেশ জমজমাট ছবি। নতুন মুখ তাপসের কাজও ভীষণ ভালো। বুঝতে পারছিলাম ছেলেটা অনেক দূর এগোবে। এগিয়েও ছিল। একটা সময় তো প্রসেনজিতের সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিয়ে জনপ্রিয়তার দৌড়ে দারুন এগিয়ে ছিল। বাংলা সিনেমায় ডিপেন্ডেবল রোমান্টিক নায়ক হয়ে উঠেছিল। পরের দিকে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর দুটো ছবি , 'উত্তরা' ও 'জানালা'-তে কি বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয় করেছিল ভাবা যায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার সাফল্য অনেক সময়ে মাথা ঘুরিয়ে দেয়। তাপস পালও সেই সিনড্রোম থেকে বেরোতে পারেনি। পরের দিকে অভিনয়ে কিছুটা একঘেয়েমি এসে গিয়েছিল। সুসঙ্গ বা ভালো বন্ধুও তেমন পায়নি। দুর্ভাগ্য আমাদের, একজন ভালো অভিনেতাকে অকালে হারিয়েছি। আমি তাপস এর সঙ্গে অন্তত দশ বারোটা ছবি করেছি। 'গুরুদক্ষিণা' তো সুপার ডুপার হিট। যাইহোক কলকাতা ফিল্ম উৎসব তাকে স্মরণ করছে এটা খুবই আনন্দের বিষয়। আরও বেশি ভালো লাগছে ওর প্রায় অদেখা একটা ছবি 'আটটা আটের বনগাঁ লোকাল' ছবিটা দেখানো হচ্ছে। অভিনেতা তাপস পালের কিঞ্চিৎ পরিচয় মিলবে এই ছবিতে।

রঞ্জিত মল্লিক

ব্লাইন্ডফোল্ড (ইউক্রেন)
পরিচালক ঃ তারাস ড্রন

ছবির প্রেক্ষাপট সাম্প্রতিক ইউক্রেন। প্রধান চরিত্র ইউলিয়া একজন মিক্সড মার্শাল আর্টস (এমএমএ) খেলোয়াড়। তার স্বামী বা প্রেমিক পূর্ব-ইউক্রেনের যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। সেও ছিল এমএমএ খেলোয়াড়। পুরুষপ্রধান সমাজে ইউলিয়ার আত্মপরিচিতি হয়ে ওঠে বীর স্বামীর শহিদ হওয়াকে কেন্দ্রে রেখে। সে এই বীরপুরুষের বিধবা স্ত্রী। এই পরিচিতির ভার লাঘব করতে সে তার প্রিয় খেলাকে (অর্থাৎ এমএমএ-কে) চিরবিদায় জানায়। সচেতনভাবেই নতুন একজনের সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে তোলে।

সামার অফ ৮৫ (ফ্রান্স)
পরিচালক ঃ ফ্রাঁসোয়া ওঁজ

কান উৎসবের আলোচনায় ঢেউ তুলেছিল ফ্রাঁসোয়া ওঁজর এই ছবি 'সামার অফ ৮৫'। প্রেমের গল্প ঠিকই, কিন্তু অন্যরকম। সুন্দর চেহারার সোনালি চুলের এক কিশোরের (অ্যালেক্সি) সঙ্গে কানে দুল পরা এক মাঝবয়সী মানুষের সম্পর্ক নিয়ে অদ্ভুত এক প্রেম। নর্ম্যান্ডির সমুদ্রতীর, আর আঠারোর তরুণ ডেভিড এঁদের মধ্যে এসে পড়লে সম্পর্কের জটিলতা ঘিরে 'নাটক' বেশ জমে ওঠে। আর নতুন সম্পর্কের রহস্য ? সে তো থাকবেই ! তা নইলে আর ফ্রাঁসোয়া ওঁজর ছবি কেন !

কোসা
পরিচালক ঃ মোহিত প্রিয়দর্শী

ছত্তিশগড়ের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে বাবা সংগ্রাম ও বোন সোনির সঙ্গে বাস করে ১৭ বছরের ছেলে কোসা। আদিবাসী ছেলে সেখানকারই একটি সরকারি স্কুলের ছাত্র। চাষবাসের উপরে দাঁড়িয়ে তাদের জীবনযাত্রা। কিন্তু শুধু চাষবাসে এই সংসার আর চলছে না। সাংসারিক অনটন দূর করার জন্য তার বাবা তাকে বাড়ির একটি ছাগল বিক্রি করে আসার পরামর্শ দেয়। একদিন ভোরে রওনা দেয় কোসা সঙ্গে একটি ছাগল। তাদের অঞ্চলে পায়ে হাঁটা ছাড়া যানবাহনের আর কোনো ব্যবস্থা নেই। কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে গেল কোসা আর ফিরে আসে না। কোথায় গেল সে ? কি হলো তার ?

আজ অবশ্যই দেখবেন

অ্যাকুয়েরিয়াম (ভারত)
পরিচালক ঃ দীপেশ টি

অপরূপ সুন্দর পাহাড়ে এক কনভেন্ট-এ সিস্টার এলসিটা এবং জেসিন্থার দিন কাটে। সেই সঙ্গে রয়েছেন ঈষৎ রুক্ষ স্বভাবের বৃদ্ধা এক মাদার সুপিরিয়র। যিশু খ্রিস্ট এবং তাঁর পন্থা বিষয়ে এলসিটা এবং জেসিন্থার মধ্যে মতাদর্শগত নানা পার্থক্য রয়েছে। কখনও কল্পলোকের ছোঁয়া, কখনও বা বাস্তবের কাঠিন্য; এইসব নিয়েই এই দুই নারীর বৃত্তান্ত। এমন সময় স্থির হয় নির্দিষ্ট পথনির্দেশের জন্য কোনও পুরুষের উপস্থিতি প্রয়োজন। আর সেই 'আয়োজন'কে ঘিরেই ঘটে এক অঘটন।

প্রিয় চিনার পাতা, ইতি সেগুন
পরিচালক ঃ কুমার চৌধুরী

কলকাতার এক অনাথাশ্রমে এই গল্পের শুরু। এক রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু মেয়ে ও এক কাশ্মীরি ছেলের বন্ধুত্ব-ভালোবাসার গল্প। মেয়েটি চিঠি লেখে তাঁর দিদাকে , ''কখনো কী দেখা হবে আবার ?'' সঙ্গী হয় ছেলেটি। দুজনের শেষে কী হল, জানতে হলে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের নেটপ্যাক বিভাগের এই ছবিটি অবশ্যই দেখতে হবে।

অতিমারির সময়ের ছবি

লকডাউনের মধ্যে শুধু কলকাতায় নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন প্রান্তে একই পরিবারে স্বামী-স্ত্রী বা মা-ছেলে আলাদা হয়ে গেছেন। ভীষণ একাকীত্বের মধ্যে তাঁদের জীবন। সেই মানষিক সঙ্কটের ছবি তুলে এনেছেন পরিচালক-সিনেমাটোগ্রাফার প্রেমেন্দু বিকাশ চাকী। তাঁকে সাহায্য করতে হাত বাড়িয়েছেন নায়িকা ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, গায়ক রাঘব চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁদের পরিবারের ছোটো সদস্যরাও। ছবির নাম 'ল্যাপটপ এ লকডাউন ফিল্ম' দেখানো হল আজ দুপুরে নন্দনে। ছবি শেষের পরেই সাংবাদিকদের সামনে এলেন ঋতুপর্ণা ও প্রেমেন্দু। জানালেন কোনো চলতি যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়াই শুধুমাত্র মোবাইল ফোনেই পুরো শুটিং কয়েছেন তাঁরা। অবশ্য সারা পৃথিবী জুড়েই এমনটা ঘটছে এখন। মাত্র ২৫ মিনিটের ছবি। প্রেমেন্দু জানালেন ওটিটি প্ল্যাটফর্মে ছবিটি দেখানোর ব্যবস্থা হবে। ঋতুপর্ণার কথায় নতুন পরিচালকদের কাছে এক অন্য উপায় এসে গেল ছবি তৈরীর। মোবাইল এখন শুধু আর ফোন রইল না, ছবি তৈরীর হাতিয়ার।

পাপিয়া চৌধুরী

আজকের আড্ডা

বিষয় ঃ ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্ম সিনেমার ভাষা বদলে দিচ্ছে
স্থান ঃ একতারা মঞ্চ ● সময় ঃ বিকেল ৫টা
সঞ্চালক ঃ সৌরভ দাস

ঃ অংশ নেবেন ঃ

পক্ষে- অনিন্দিতা বসু, ঋতব্রত মুখোপাধ্যায়, তুহিনা দাস, সৌরসেনী মৈত্র, সৌরভ চক্রবর্তী

বিপক্ষে- আবির চট্টোপাধ্যায়, অর্জুন চক্রবর্তী, ঋদ্ধি সেন, হরনাথ চক্রবর্তী, ধ্রুব ব্যানার্জী, ইশা সাহা, অরিজিৎ দত্ত

আজকের সাংবাদিক আসর

স্থান ঃ নন্দন ৪

বেলা ২টা

কুমার চৌধুরী (পরিচালক-প্রিয় চিনার পাতা, ইতি সেগুন)

বিকাল ৪টা

অভিরূপ বিশ্বাস (পরিচালক-দ্যা রুফটপ-দ্যা স্টোরি অফ এ সাইকিয়াটিস্ট এন্ড এ রেপড গার্ল)

বিকাল ৫টা

সুব্রত সেন (পরিচালক-মানব মানবী)

বুলেটিন টিম ঃ সুদেব সিংহ, মাল্যবান আস, পাপিয়া চৌধুরী, দোলা চৌধুরী **বিন্যাস ঃ** সুবীর হাইত
সম্পাদক ঃ নির্মল ধর
প্রকাশক ঃ অধিকর্তা, কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব দ্বারা প্রকাশিত এবং শ্রীমা এন্টারপ্রাইজ থেকে মুদ্রিত।